গাংনীতে কফি হাউসে বসে পরকীয়া প্রেমিকার সামনে সেনা সদস্যের আত্মহত্যার নাটক

প্রথম প্রেমিকার সাথে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় কফির সাথে বিষ মিশিয়ে বিষপানের নাটক করে সোহেল নামের এক সেনা সদস্য হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ওই সেনা সদস্য মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের শুভরাজপুর গ্রামের মৃত ইসরাফিলের ছেলে। বর্তমানে তিনি ঢাকা সেনানিবাসে কর্মরত আছেন।

মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী উপজেলার গ্রীন কফি হাউসে কফি খাওয়ার সময় প্রেমিকার সামনে এই নাটকীয় ঘটনা ঘটান।

পুলিশ ও স্থানীয়রা সূত্রে জানা গেছে, শুভরাজ পুর গ্রামের সেনাসদস্য সোহেল রানা চাকরি থেকে ছুটিতে বাড়ি আসে সপ্তাহখানেক আগে। ছুটিতে এসে তার প্রথম প্রেমিকাকে সাথে নিয়ে গাংনীতে একটি কফি হাউসে কফি খেতে বসে।

এ সময় প্রেমিককে তার সাথে পালিয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। সোহেল রানা বিবাহিত হওয়ায় তার প্রস্তাবে রাজি না হলে পকেট থেকে একটি ট্যাবলেট বের করে কফির সাথে মিশিয়ে তা পান করে।

উক্ত কফি পান করার সাথে সাথে বমি শুরু হলে স্থানীয় কফি সপের মালিক তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। স্থানীয় মানুষ বিষয়টি গাংনী থানা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশের এসআই তপনসঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সেনা সদস্য সোহেল রানাকে চিকিৎসার জন্য বিষমুক্ত করতে চাইলে সোহেল রানা বলেন আমি কিছুই খাইনি। শুধু প্রেমিকাকে ভয় দেখানো হয়েছিল।

প্রেমিকা জানান চার বছর ধরে আমার সাথে সোহেলের সম্পর্ক। আমার সাথে তার বিয়ের কথা ছিল। সে সেনাবাহিনীতে চাকরি পাওয়াই আমাকে ছেড়ে এক মেয়ের সাথে দুই বছর আগে বিয়ে করে। তারপর কয়েক মাস আমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। পরে সে আমাকে বিয়ে করবে বলে নানা ধরণের প্রলোভন দেখিয়ে ফোন দিতে থাকে। আর আমাকে না পেলে আত্মহত্যা করবে বলে ওয়াদা করে। শুধু তাই নয় সে হারপিক ও বিষের বোতল দিয়ে আমাকে ভিডিও কলে দেখায় আমি নিরুপায় হয়ে তার সাথে

যোগাযোগ রক্ষা করতে বাধ্য হয়েছি।

আজকেও সে গাংনীতে আসার কথা বললে আমি আসতে রাজি হইনি। সে আত্মহত্যা করে আমাকে ফাঁসাতে চায় আমি এক প্রকার নিরুপায় হয়েই তার সাথে দেখা করতে আসি। আমাকে সে বিয়ে করার জন্য পালিয়ে যেতে বললে আমি বিষয়টি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি তখন সে আমার সাথে এই আত্মহত্যার নাটক করে। স্থানীয়রা আমাকে ও সোহেলকে হাসপাতালে নিয়ে আসে।

পরে পুলিশ এসে পুরো ঘটনা শুনতে চাইলে পুলিশকে বিস্তারিত বলেছি। গাংনী থানা পুলিশের তদন্ত ওসি সাজেদুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

গাংনী থানার ওসি ওবায়দুর রহমান জানান এমন একটি ঘটনা তিনি শুনে পুলিশ পাঠিয়েছেন। তবে এব্যাপারে কোনো পক্ষেরই কোন অভিযোগ পাননি। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।

ভেড়ামারায় ট্রাক-সিএনজি সংঘর্ষে চালক নিহত

কুষ্টিয়ায় ভেড়ামারায় ট্রাক-সিএনজি মুখোমুখি সংঘর্ষে সিএনজি চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছে সিএনজিতে থাকা ৫ যাত্রী।

আজ মঙ্গলবার দুপুর পৌনে ১টার দিকে কুষ্টিয়া-পাবনা মহাসড়কের বারমাইল এলাকায় ভেগান কোল্ড ষ্টোরের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হলে অবস্থার অবনতি হওয়ায় ২ জনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

নিহত সিএনজি চালক হাবিবুর রহমানের (৩৫) লাশ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি জেলার মিরপুর উপজেলার বহলবাড়িয়া ইউনিয়নের সাহেবনগর গ্রামের মৃত আনছার আলীর ছেলে।

ভেড়ামারা থানার ওসি মো. শাহজালাল জানান, ‘যাত্রী নিয়ে একটি সিএনজি ঈশ্বরদী যাওয়ার পথে কুষ্টিয়া-পাবনা মহাসড়কের ভেড়ামারা বারমাইল এলাকায় ভেগান কোল্ড ষ্টোরের সামনে পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

এতে সিএনজি দুমড়ে মুচড়ে গিয়ে চালক হাবিবুর রহমান ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আহত হয় সিএনজি যাত্রী আশরাফুল, কামাল, করিম. আলিম কাজী ও বাবু।’

নিহত হাবিবুর রহমানের লাশ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। ঘাতক টাকটি আটক করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

মেপ্র/আরপি

ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে রীভা গাঙ্গুলির সৌজন্য সাক্ষাৎ

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাশ। আজ সকালে সচিবালয়ে মন্ত্রীর কার্যালয়ে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষাৎ শেষে সেতুমন্ত্রী বলেন, ‘প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ও সুদৃঢ় হলে পারস্পরিক উন্নয়ন এবং অমীমাংসিত সমস্যা সমাধান সহজেই সম্ভব।’

তিনি বলেন, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন অধিকতর উষ্ণ, সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং উন্নয়নমুখী। বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্ব সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ’৭১ এর রক্তের রাখিবন্ধনে আবদ্ধ।

সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন ও গণপরিবহনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভারতীয় ঋণ কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়েও

হাইকমিশনারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে বলে তিনি এ সময় জানান।

সেতুমন্ত্রী বলেন, দুই দেশের সম্পর্কের সেতুবন্ধ সময়ের পরিক্রমায় দিন-দিন নবতর মাত্রায় উন্নীত হচ্ছে। সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ এগিয়ে নিতে হাইকমিশনারের সহযোগিতার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান সেতুমন্ত্রী।

সূত্র: বিডি প্রতিদিন

কমছে না পানি, প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন গ্রাম

দেশের বিভিন্ন নদনদীর পানি এখনো বিপত্সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে বন্যাকবলিত এলাকাগুলো থেকে পানি নামতে পারছে না। পানির চাপে বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন গ্রাম। গাইবান্ধায় গত রবিবার রাতে ভেঙে গেছে বাঙ্গালী নদীর বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ। নাটোরের সিংড়ায় ভেঙেছে আত্রাই নদীর বাঁধ। সোমবার ফরিদপুর শহর রক্ষা বাঁধে ফের ধস নামে।

গাইবান্ধা প্রতিনিধি জানান, এখনো জেলার বিভিন্ন নদনদীর পানি বিপত্সীমার অনেক ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার বোচাদহ গ্রামে বাঙ্গালী নদীর বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ গত রবিবার রাতে ভেঙে গেছে। ফলে উপজেলার বোচাদহ, বালুয়া, ছয়ঘরিয়া, শ্রীপতিপুর, কুমিড়াডাঙা, পুনতাইর, পাছপাড়া, গোপালপুর, জিরাই, সোনাইডাঙ্গা, হরিনাথপুর-বিশপুকুর, কাজিরচক, পচারিয়া, মাদারদহ, কাজীপাড়া, ফকিরপাড়া ও পানিয়া গ্রামে বন্যার পানি ঢুকে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকার ফসল এবং ঘরবাড়ি তলিয়ে গেছে।

সাদুল্লাপুরের কামারপাড়া, রসুলপুর, দামোদরপুর ও বনগ্রাম ইউনিয়ন এবং গাইবান্ধার কুপতলা, খোলাহাটি, ঘাগোয়া ও গিদারী ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চলের বসতবাড়ি ও সড়কগুলোতে হাঁটুপানি জমে আছে। জেলার সুন্দরগঞ্জ, সাঘাটা, ফুলছড়ি, পলাশবাড়ী গোবিন্দগঞ্জ, সাদুল্লাপুর ও গাইবান্ধা সদরসহ সাত উপজেলায় ৩৮টি ইউনিয়ন বন্যাকবলিত হয়েছে।

গাইবান্ধা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মোখলেছুর রহমান জানান, সোমবার পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় ৪০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তিনি জানান, রবিবার ব্রহ্মপুত্রের পানি বিপত্সীমার ৮৮ সেন্টিমিটার, ঘাঘট নদীর পানি বিপত্সীমার ৭১ সেন্টিমিটার ও করতোয়া নদীর পানি বিপত্সীমার ১১ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল।

সিংড়ায় ভেঙে গেছে আত্রাই নদীর বাঁধ

সিংড়া (নাটোর) সংবাদদাতা জানান, নাটোরের সিংড়া উপজেলার মহেশচন্দ্রপুর কলকলি নামক স্থানে আত্রাই নদীর বাঁধ ভেঙে কলম-চানপুর বিলে পানি প্রবেশ করেছে। এতে করে কলম, কুমারপাড়া, বলিয়াবাড়ী, জগতপুর, নজরপুর, কলকলিপাড়াসহ ১০টি গ্রাম প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে বলে জানান কলম ইউপি চেয়ারম্যান মঈনুল হক চুনু। পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী আবু রায়হান জানান, আমরা বাঁধটি রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

রবিবার আত্রাই নদীর পানি বিপত্সীমার ৯৩ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। এরই মধ্যে উপজেলার সুকাশ ও হাতিয়ান্দহ ব্যতীত ১০টি ইউনিয়ন এবং সিংড়া পৌর এলাকা প্লাবিত হয়েছে। ২৬টি আশ্রয়কেন্দ্রে ২ হাজার বন্যার্ত আশ্রয় নিয়েছে। সিংড়া পৌর এলাকার ১২টি ওয়ার্ডে বন্যার পানি প্রবেশ করেছে। সিংড়া বাজারসহ বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি ব্যক্তিগতভাবে ত্রাণ সহায়তা দিচ্ছেন। পৌর এলাকায় ত্রাণ সহায়তা দিচ্ছেন সিংড়া পৌরসভার মেয়র জান্নাতুল ফেরদৌস।

ঝিনাইগাতী (শেরপুর) সংবাদদাতা জানান, শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে গত কয়েক দিনের অতিবর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের পানিতে আবারও নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। আমন বীজতলাসহ সবজি ক্ষেতের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সোমেশ্বরী নদীর পানির তোড়ে ধানশাইল-কুচনীপাড়া সড়কের বাগেরভিটা ব্রিজ হুমকির মুখে পড়েছে। উপজেলার দাড়িয়ারপাড়, সারিকালিনগর, দড়িকালিনগর, ধানশাইল, বাগেরভিটা, কান্দুলী, কুচনীপাড়াসহ প্রায় ৩০টি গ্রামের শত শত মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। রাস্তাঘাট পানির নিচে থাকায় যোগাযোগ ব্যাহত হচ্ছে।

ফরিদপুর শহর রক্ষা বাঁধে আবারো ধস

ফরিদপুর প্রতিনিধি জানান, ফরিদপুর সদর উপজেলার আলিয়াবাদ ইউনিয়নের

সাদীপুর এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে ফের ভাঙন দেখা দিয়েছে। সোমবার বিকালে বাঁধের ৪৫ মিটার অংশ ধসে গেছে। এর আগে গত শনিবার বাঁধের ৮০ মিটার অংশ ধসে পানি ঢুকে পাঁচটি গ্রাম প্লাবিত হয়। ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার জানান, পানির যে চাপ তাতে এই মুহুর্তে বাঁধ মেরামত করা সম্ভব নয়। পানির চাপ কমলে কাল থেকে বাধটি পুনরায় মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এদিকে বন্যায় জেলার ৭ উপজেলার ৫৪০টি গ্রামে পানি প্রবেশ করেছে। সোমবার সন্ধ্যায় পদ্মা নদীর পানি ফরিদপুর অঞ্চলে বিপদসীমার ১১৯ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্র।

চরভদ্রাসন (ফরিদপুর) সংবাদদাতা জানান, ফরিদপুরের চরভদ্রাসনে গত কয়েকদিনে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় উপজেলার চারটি ইউনিয়নের প্রায় সব এলাকা প্লাবিত হয়েছে। পানিবন্দি হয়ে পড়েছে প্রায় ১৫ হাজার পরিবার। অনেকেই গরু-ছাগলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় মালামাল নিয়ে উপজেলার বিভিন্ন বেড়িবাঁধ, হেলিপ্যাড ও আশ্রয়কেন্দ্রের উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর দিন কাটাচ্ছেন। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উপজেলার বিভিন্ন কাঁচা-পাকা সড়ক।

পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী সুলতান মাহামুদ জানান, পদ্মা নদীতে পানি বৃদ্ধি পেয়ে সোমবার বিপত্সীমার ১১৯ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। চরাঞ্চলে স্যানিটেশন, গো-খাদ্য সংকট ও বিশুদ্ধ খাবার পানির সমস্যা দেখা দিয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিসার মো. আলভীর হোসেন জানান, বন্যায় এ পর্যন্ত ৫৩০ হেক্টর জমির ফসলের ক্ষতি হয়েছে।

মাদারীপুর প্রতিনিধি জানান, পদ্মা, আড়িয়াল খাঁ ও কুমার নদের পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। সবকটি নদীর পানি বিপত্সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় নতুন নতুন এলাকায় বন্যার পানি প্রবেশ করেছে। জেলার চারটি উপজেলায় ৩২ হাজার ৮ শতাধিক পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে চাল, শুকনা খাবার, শিশুখাদ্য ও গো-খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাদারীপুর জেলার ৩৫টি ইউনিয়ন বন্যাকবলিত হয়েছে। বন্যার পাশাপাশি ৯৮২টি পরিবার নদী ভাঙনের শিকার হয়েছে।

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে পানি

শিবালয় (মানিকগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, যমুনার পানি আরিচা পয়েন্টে গতকাল সোমবার বিপত্সীমার ৮০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের কয়েক স্থানে পানি উঠেছে। উপজেলার সাতটি ইউনিয়নের পাকা-কাঁচা রাস্তার প্রায় ৩০ শতাংশই পানির নিচে। রাস্তার ভাঙনরোধে যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। দুর্গম চরাঞ্চল ও হাট-বাজারের নলকূপ তলিয়ে যাওয়ায় বিশুদ্ধ পানির অভাব দেখা দিয়েছে। অনেকেই গবাদিপশু নিয়ে উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন। তীব্র স্রোতে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া রুটে ফেরি-লঞ্চ চলাচল বিঘ্নিত হওয়ায় উভয় ঘাটে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা জানান, যমুনা ও ধলেশ্বরীর শাখা নদী বংশাই-লৌহজং নদীর পানি বিপত্সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় মির্জাপুরে বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছে। বন্যাকবলিত এলাকায় দেখা দিয়েছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট। বন্যার পানি বাড়ায় কোরবানির পশু নিয়ে বিপাকে পড়েছেন দেড় শতাধিক খামারি।

আনাইতারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. জাহাঙ্গীর আলম জানান, ফতেপুর, লতিফপুর, মহেড়া, জামুর্কি, বহুরিয়া, ভাওড়া, ভাদগ্রাম, ওয়ার্শি, বানাইল এবং আনাইতারা ইউনিয়নের আঞ্চলিক সড়কগুলো তলিয়ে গেছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. হারুন অর রশিদ জানান, ২ শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বন্যার পানি ঢুকেছে। কুমুদিনী হাসপাতাল ও শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে আগেই ঢুকেছে পানি।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মির্জাপুর উপজেলা প্রকৌশলী মোহাম্মদ আরিফুর রহমান জানিয়েছেন, উপজেলার ৪০০ কিলোমিটার পাকা- আধাপাকা সড়ক তলিয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকার রাস্তার তালিকা তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হচ্ছে।

সূত্র- ইত্তেফাক

সাগরে ধরা পড়ছে বড় বড় ইলিশ

চলতি ইলিশের মৌসুমে জেলেদের জালে বেশ বড় সাইজের ইলিশ ধরা পড়ছে। বরগুনার আড়তদার, ট্রলার মালিক ও ট্রলার মালিক সমিতিকে সাগরে মাছ ধরারত জেলেরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সুখবর জানাচ্ছেন। সাগরে ঝড়-বাদল যদি না থাকে তাহলে এ বছর ইলিশ ধরার রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে।

জেলেরা জানান, প্রতিটি ট্রলারে ৮০০ গ্রাম থেকে পৌনে দুই কেজি ওজনের প্রচুর ইলিশ ধরা পড়ছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও স্থানীয় বাজারে বড় সাইজের ইলিশ মাছ পাওয়া যাবে। সাগরে ঝড়-বাদল যদি না থাকে তাহলে এ বছর ইলিশের রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে।

বরগুনা জেলা মৎস্য বিভাগ সূত্র জানিয়েছে, দেশের উৎপাদিত মোট ইলিশের ১৩% বরগুনা জেলায় আহরণ করা হয়। গত অর্থবছরে এ জেলায় প্রায় ১ লাখ ২০ টন ইলিশের আহরণ ছিলো। বরগুনার পাথরঘাটায় বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইলিশ মৎস্য বন্দর এবং এখানে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রটিও (বিএফডিসি) অবস্থিত। ইলিশ মৌসুমে এ অবতরণ কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন কমপক্ষে দুইশ’ টন রুপালি ইলিশ বেচা-কেনা হয়।

গত দুই দিনে বিএফডিসি পাইকারি মাছ বাজারে যে ট্রলারগুলো এসেছে সেগুলোর জেলেরা ৮০০ গ্রাম থেকে পৌনে দুই কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি করেছে। তবে দামটা ছিল খুব চড়া। এক কেজি ওজনের ওপরের ইলিশের মণ ছিল ৪৬ হাজার টাকা এবং এক কেজি ওজনের নিচের ইলিশের মণ ৩৪ থেকে ৩৫ হাজার টাকা।

প্রতিটি ট্রলারই ১২ থেকে ১৪ লাখ টাকার ইলিশ বিক্রি করেছে জানালেন, পাথরঘাটা বিএফডিসি পাইকারি মাছ বাজারের মার্কেটিং অফিসার মো. অলিউল্লাহ। তিনি আরও জানান, গত এক সপ্তাহে এই বাজারে নদী ও সাগরের ৯১ হাজার ৭২৪ মণ ইলিশ মাছ বিক্রি হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি। সাগরে ঝড়-বাদল যদি না থাকে তাহলে এ বছর ইলিশের রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে।

নদীগুলোতে কম সংখ্যক হলেও বড় সাইজের ইলিশ ধরা পড়ছে। ইলিশের আকার বড় হওয়ায় স্থানীয় বাজারে দামও খুব চড়া। এ কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে এক হাজার দ’শ টাকা দরে আর তার চেয়ে একটু বেশি ওজন হলেই তা বেড়ে দেড় হাজার টাকায় উঠে যাচ্ছে বলে ক্রেতা-বিক্রেতারা জানান।

পরিমাণও অনেক বেড়েছে। তাই এ ইলিশ মৌসুমে প্রচুর ইলিশ প্রাপ্তিসহ ভালো বাণিজ্যেরও আশা করছি।

বরগুনার জেলা চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য মো. দেলোয়ার হোসেন জানান, অনুকুল পরিবেশ-প্রতিবেশ, প্রাকৃতিক বৈরীতা ও সুবিধা, সরকারি বিধি-নিষেধ, করোনাকাল এবং সর্বোপরি জেলেদের সচেতনতা মিলিয়েই প্রচুর ইলিশ আহরণের সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। বেকার সময়ে সরকার যেভাবে জেলেদের সহায়তা দিয়ে আসছে সে কারনে জেলেদের মধ্যে অবৈধ মাছ শিকারের প্রবনতা একেবারেই কমে এসেছে। ইলিশের বাম্পার উৎপাদনের আশায় রয়েছি।

সূত্র- ইত্তেফাক

কোরবানির চামড়া সংরক্ষণে দেশে লবণের কোনও ঘাটতি নেই

দেশে বর্তমানে ১১ লাখ ৫৭ হাজার মেট্রিক টন লবণ মজুদ রয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)। প্রতিবছর ঈদুল আজহায় দেশব্যাপী কোরবানির পশু সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কম-বেশি ১ লাখ মেট্রিক টন লবণের প্রয়োজন হয়।

প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের তথ্যানুযায়ী, গত ঈদুল আজহায় কোরবানিকৃত পশুর সংখ্যার বিপরীতে লবণের চাহিদা ছিল ৮১ হাজার ৮২০ মেট্রিক টন। ফলে মজুদকৃত লবণ দিয়ে এবারের ঈদুল আজহার চাহিদা মিটিয়ে আরও ৭ থেকে ৮ মাসের লবণের চাহিদা পূরণ সম্ভব।

অন্যদিকে আর মাত্র ৪ মাস পর অর্থাৎ নভেম্বর, ২০২০ হতে লবণ উৎপাদনের নতুন মৌসুম শুরু হবে। ফলে দেশে লবণের কোনও ধরণের ঘাটতির আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছে বিসিক।

বিসিক জানিয়েছে, এবারের ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য দেশব্যাপী নিরবিচ্ছিন্ন লবণ সরবরাহ

নিশ্চিত করতে দেশের ৮টি লবণ জোনে ১৮৬টি নিবন্ধিত লবণ মিলে পুরোদমে লবণ উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে।

এর মধ্যে ঢাকায় ৪টি, নারায়ণগঞ্জে ৩৪টি, চাঁদপুরে ২টি, চট্টগ্রামে ৫৭টি, পটিয়ায় ৩৪টি, কক্সবাজারে ৩৫টি, খুলনায় ৮টি এবং ঝালকাঠিতে ১২টি মিল চালু রয়েছে। চালু লবণ মিলগুলোর মাসিক গড় উৎপাদন ক্ষমতা ৩ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন হলেও বাজারের চাহিদা অনুযায়ী মিলগুলো লবণ উৎপাদন করে থাকে।

এদিকে ঈদুল আজহায় সার্বিক লবণ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক তদারকির জন্য বিসিক আগাম প্রস্তুতি নিয়েছে।

লবণ জোনগুলোতে অবস্থিত বিসিক কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ে পৃথক কমিটি গঠন করে তিন স্তরবিশিষ্ট মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করেছে বিসিক। এসব কমিটি মাঠ পর্যায়ে লবণের মজুদ, চলাচল ও মূল্য সংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়মিত সংগ্রহ করে লবণের সাপ্লাই চেইন নিরবচ্ছিন্ন রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। এ উপলক্ষে বিসিক প্রধান কার্যালয়ে ইতোমধ্যে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।

লবণ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে তথ্যের জন্য ০২-৯৫৭৩৫০৫ (ল্যান্ড)/ ০১৯১১-৮৩৮২০০ (সেল ফোন) নাম্বারে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

এছাড়া, শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বিসিকের জেলা কার্যালয়গুলোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলার মার্কেটিং কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা ও উপজেলাভিত্তিক ডিলার ও পাইকারী লবণ বিক্রেতাদের মোবাইল নম্বরসহ তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

এ তালিকা ঈদের আগেই এতিমখানা, মাদ্রাসা, মসজিদ, স্কুল-কলেজ, হাট-বাজার ও ইউনিয়ন পরিষদসহ কোরবানির পশুর চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে সরবরাহ করা হবে। সুতরাং লবণ নিয়ে কোনও কারসাজির সুযোগ নেই বলে মনে করে বিসিক।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

জাতীয় পরিচয়পত্র ছাড়া রেল ভ্রমণ করা যাবে না

বিনা টিকিটে কিংবা জাল টিকিটে ট্রেন জার্নির দিন শেষ হতে চললো। রেল ভ্রমণের জন্য টিকেট কাটার নতুন পদ্ধতি চালু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। নতুন নিয়মে জাতীয় পরিচয়পত্র ছাড়া টিকেট কেনা যাবে না। ফলে জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে পরিচিতি নিশ্চিত করা না গেলে আর রেল-ভ্রমণ করা যাবে না।

সোমবার ২৭ জুলাই এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে রেলওয়ে মন্ত্রণালয়। অক্টোবরের শেষ নাগাদ নতুন এ নিয়ম চালু হবে বলে জানিয়েছেন রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মাহবুব কবীর মিলন।

রেলওয়ে বলছে, টিকেট কালোবাজারি বন্ধ এবং ভ্রমণের সময় যাত্রীর পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য এ উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। নতুন পরিকল্পনায় একজন যাত্রীকে রেলওয়ের ওয়েবসাইটে নিজের ন্যাশনাল আইডি কার্ড অর্থাৎ জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তার ফলে একজন ব্যক্তি রেজিস্ট্রেশন করার সাথে সাথে তার ছবি এবং পরিচিতি যেটা জাতীয় পরিচয়পত্র সার্ভারে দেয়া আছে, সেটা রেলের সার্ভারে চলে আসবে।

এজন্য রেলওয়ে মন্ত্রণালয় অগাস্ট মাসে নির্বাচন কমিশনের আওতায় জাতীয় পরিচয়পত্র প্রকল্পের সঙ্গে রেলওয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই করবে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত সচিব মাহবুব কবীর।

এখন রেলওয়ের টিকেট কাটার অ্যাপসে যারা আগে থেকে রেজিস্ট্রেশন করেছেন তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন ব্যবস্থায় যুক্ত হয়ে যাবেন। তাদের নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না। নতুন ব্যবস্থার একটি নামকরণ করেছে রেলওয়ে–‘টিকিট যার, ভ্রমণ তার’।

মাহবুব কবীর বলেন, ‘নতুন নিয়মে একজন যাত্রী তার রেজিস্ট্রেশন করা আইডি থেকে নিজের নামে বা পরিবার বা বন্ধু অর্থাৎ যারা তার ভ্রমণসঙ্গী হবেন – তাদের নামে চারটি পর্যন্ত টিকেট কাটতে পারবেন। যাত্রাকালে ট্রেনে চেকার তার কাছে থাকা স্মার্টফোন বা ট্যাবে রেলের সার্ভারে থাকা যাত্রীর নাম-পরিচয়ের সঙ্গে টিকেটে থাকা নাম-পরিচয় মিলিয়ে দেখবেন, অর্থাৎ যার নামে টিকেট তাকে ভ্রমণ করতে

হবে, এবং যাত্রাকালে ‘অন বোর্ড’ নিজের পরিচয় নিশ্চিত করতে হবে।’

এতে যাত্রীর স্মার্টফোন থাকার প্রয়োজন নেই, কিংবা তাকে জাতীয় পরিচয়পত্রও বহন করতে হবে না। তবে যাদের এনআইডি নেই- তাদের ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা হবে?

জবাবে তিনি বলেছেন, ‘এখন তো ১৬ বছর বয়সী পর্যন্ত অর্থাৎ ২০০৪ সালে যারা জন্ম গ্রহণ করেছে, তাদের পর্যন্ত তথ্য আছে। ওই বয়স পর্যন্ত জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকলেও একটি রেজিস্টার্ড আইডি নম্বর থাকে, সেটি দিয়ে তারা টিকেট কাটতে পারবে।’

কিন্তু ১৬ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে কী হবে সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে, যেহেতু ১২ বছর বয়স হলেই রেলের টিকেট কাটা যায়, সে ক্ষেত্রে রেলওয়ের পরিকল্পনা হচ্ছে জন্ম সনদ দিয়ে টিকেট কাটার ব্যবস্থা করা। অনেক সময় ভাসমান বিভিন্ন পেশায় থাকা নিম্ন আয়ের অনেক মানুষ যাদের এনআইডি নাই, নতুন ব্যবস্থা চালু হলে তারা আর রেল ভ্রমণ করতে পারবেন না।

মাহবুব কবীর বলেছেন, এখন দুই-একটি ধাপে পাইলট করে অক্টোবরের শেষ নাগাদ এই ব্যবস্থা চালু করে দেয়া যাবে।

অনলাইন রিফান্ড

আগামী অগাস্টের মাঝামাঝি চালু হবে নতুন এ ব্যবস্থা। এর ফলে একজন যাত্রী অনলাইনে টিকেট কাটার পর যদি সেটি পরিবর্তন করেন বা যাত্রা বাতিল করতে চান, তাহলে তিনি টিকেট ফেরত দিয়ে অনলাইনেই অর্থ ফেরত পাবেন। এখন টিকেট ফেরতের অর্থ পেতে একজন যাত্রীকে কাউন্টারে আসতে হয়।

রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মাহবুব কবীর জানিয়েছেন, এটিও রেলওয়ে টিকেটিং ব্যবস্থা আধুনিকায়নের একটি অংশ। এছাড়া ট্রেন স্টেশনগুলোতে কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার পরিকল্পনা করছে মন্ত্রণালয়, যাতে টিকেট ছাড়া কেউ স্টেশন চত্বরে প্রবেশ করতে না পারে।

মাহবুব কবীর জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই রেলের স্ট্যান্ডিং টিকেট দেয়া বন্ধ করা হয়েছে। সূত্র: বিবিসি বাংলা

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান এ শ্লোগানকে সামনে নিয়ে মুজিববর্ষ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোহরাব আলী সবুজের উদ্দ্যোগে গাংনীতে গাছের চারা রোপন করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ গাছের রোপন করার মধ্যে দিয়ে এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়। মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধপনা নির্দেশনায়¡ হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফুটবল মাঠ সংলগ্ন জনতা ক্লাবে বৃক্ষরোপণ করা হয়।

আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকলীগের যুগ্ন আহবায়ক আরিফুল ইসলাম সোবাহান। কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মোঃ আব্দুস সামাদ সোহাগ।

এসময় মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মোঃ শাহজাহান আলী,ফিরোজ আহম্মেদ, যুগ্ম -সাধারণ সম্পাদক ডালিম রানা,সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফ হাসান কৌশিক, গাংনী পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, ওয়ালিদ আল জাবির প্লাবন।

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম -সাধারণ সম্পাদকঃ আসিফ ইকবাল অনিক,ছাত্রলীগ নেতা আবির, হিজলবাড়িয়া জনতা ক্লাবের সদস্য মো: নাজমুল হোসেন,সোহেল রানা স্বপন,শান্ত,রিফাজ,উজ্বল,শাহীন, সাইদ,রতন,মৃদুল,পল্লব,রিকো সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে ভিজিএফ’র চাল বিতরণ

সোমবার সকাল থেকে সদর উপজেলার ফুরসন্ধি ও গান্না ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন ওয়ার্ডের সদস্যগণ তাদের নিজস্ব এলাকার সকল দু:স্থ্য ও অতি দরিদ্র গরীব খেটে খাওয়া জনগণের মাঝে ভিজিএফ এর চাল বিতরণ

করেন।

এ বিতরণ কার্য্যক্রমটি অনুষ্ঠিত হয় ইউনিয়ন পরিষদের কার্য্যালয়ে। সাধারণ মানুষ তাদের কাছে পৌছে যাওয়া ভিজিএফ কার্ড প্রাপ্তির মাধ্যমে সোমবার সকাল থেকে নিজস্ব ওয়ার্ডের সদস্যদের চাল বিতরণ ক্যাম্পের সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে লাইন ধরে দাড়িয়ে সুশৃঙ্খলার সাথে চাল গ্রহণ করেন।

এসময় গান্না ইউনিয়ন পরিষদে দুই ধাপে ২৫৯০ পরিবারের মাঝে প্রতি পরিবারে ১০ কেজি করে চাল বিতরণের আজ প্রথম দিনে ১২৯৫ পরিবারের মাঝে চাল দেওয়ার লক্ষ নিয়ে উদ্বোধন করা হয়। বাকি ১২৯৫ পরিবারকে ২৮ জুলাই মঙ্গলবার চাল দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ইউনিয়ন পরিষদের কর্তৃপক্ষ।

সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সোমবার (২৭ জুলাই) এ বিতরণের কাজ পরিচালনা করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন, গান্না ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন মালিথা, ইউপি সচিব সাইদুর রহ্মান, ইউপি সদস্য মাজেদ শিকদার, আব্দুর রশিদ, সংরক্ষিত আসনের ১,২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য ডলি খাতুন এবং ৪,৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য নার্গিস খাতুন। এছাড়াও সেখানে পুলিশ সদস্য, গ্রাম পুলিশ, এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে ফুরসন্ধি ইউনিয়নে ১০ কেজি করে ১৫৯২ পরিবারের মাঝে ভিজিএফ’র চাল বিতরণ কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

এসময় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এ্যাড: মালেক হোসেন মিনহা, ট্যাগ অফিসার মীর আল আমীন, প্যানেল চেয়ারম্যান কবির হোসেনসহ সকল ইউপি সদস্য, নারিকেল বাড়িয়া ক্যাম্পের পুলিশ সদস্য, গ্রাম পুলিশ, এবং স্থানীয় অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

এসময় চেয়ারম্যানগণ সকল উপস্থিত জনগেনের প্রতি পবিত্র ঈদুল ফিতরের অগ্রিম শুভেচ্ছা বিনিময় ও সকলের মঙ্গল কামনা করেন।